তারিখ 01 APR 2016 পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

আমাদের সময়

রোববার শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিকে ঝরে পড়ছে আড়াই লাখ শিক্ষার্থী

এম এইচ রবিন ●

৩ এপ্রিল রোববার অর্থাৎ আর মাত্র দুদিন পরই শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এবার একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি সম্পন্ন করে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার আগেই ঝরে পড়ছে ২ লাখ ৪০ হাজার ৯১৫ শিক্ষার্থী। এর প্রধান কারণগুলো হচ্ছে পরিবারিক অর্থাভাব, কলেজের দূরত্বভেদে যাতায়াতে অনীহা ও পাঠে অমনোযোগিতার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা। এমনটিই মনে করে সরকার।

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী দেশের সাধারণ আট বোর্ডে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ৮৬ হাজার ২৩৭। তাদের মধ্যে দুই বছর অধ্যয়ন শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ৭ লাখ ৮৭ হাজার ৩৯৩ জন। সেই হিসাবে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৮৪৪ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। এটি সাধারণ বোর্ডের হিসাব। অন্যদিকে মাদ্রাসা বোর্ডে একাদশ শ্রেণিতে নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ৩৮৬। কিন্তু পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেবে ৮১ হাজার ৬৩৫ এবং ঝরে পড়েছে ২৮ হাজার ৭৫১ জন। কারিগরি বোর্ডে নিবন্ধিত হয়েছিল ১ লাখ ১ হাজার ৩৪৮ জন। পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে ৮৮ হাজার ৭৪১ এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থী ১২ হাজার ৬০৭ জন। ডিআইবিএসে ঝরে পড়ছে ৭১৩ জন। এখানে নিবন্ধিত ছিল ৪ হাজার ৬৪৬ এবং পরীক্ষায় অংশ নেবে ৩ হাজার ৯৩৩ জন। কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ডিআইবিএস– এ চারটি মিলিয়ে মোট নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ছিল ১২ লাখ ২ হাজার ৬১৭। পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে ৯ লাখ ৬১ হাজার ৭০২ এবং ঝরে পড়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার ৯১৫ জন।

এ নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

উচ্চ মাধ্যমিকে ঝরে পড়ছে প্রায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অনেক কারণের একটি হচ্ছে পারিবারিক দরিদ্রতা। তিনি যোগ করেন, পরিবারে অর্থাভাবের কারণে এই বয়সী ছেলেদের সংসারে আয়ের পথ চিন্তা করতে হয়। তারা কর্মের পেছনে ছোটে। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি অংশ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। তিনি বলেন, জেলা পর্যায়ে দেখা যায়, স্কুল আশপাশে পাওয়া গেলেও অনেক সময় কলেজের দূরত্ব অনেক বেশি হয়ে থাকে। রোজ এই দূরত্ব পাড়ি দিতে অনীহাও ঝরে পড়ার কারণের মধ্যে একটি। বিশেষ করে মেয়েদের দূরের কলেজে যাতায়াতে [illegible] হয়। [illegible] ছেলেরা কলেজের কা[illegible] মেস বা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। এ ক্ষেত্রে মেয়েরা আবাসন সমস্যায় কলেজ ছেড়ে দেয়। এ ছাড়া এইচএসসির আগেই অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। আর দ্বাদশ শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্যের কারণেও চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না অনেক শিক্ষার্থী। ঝরে পড়ার যে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে, এটিও যথার্থ নয়। কারণ অনেকেই কর্মে প্রবেশ করার পাশাপাশি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এ ছাড়া নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ অনেক শিক্ষার্থী পরের বছর ফের পরীক্ষা দেয়, ঝরে পড়ে না।

উচ্চ মাধ্যমিকে ঝরে পড়া আগের বছরগুলোর চেয়ে কমেছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০০৭-০৮ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ২৫ শতাংশ। এখন এটি ১৯ বা ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। বাস্তব কিছু কারণে এ জায়গায় শিক্ষার্থী ধরে রাখা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ।

এ বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় প্রায় দেড় লাখ বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেবে।

প্রসঙ্গত, এবার ২ হাজার ৪৫২টি কেন্দ্রে ৮ হাজার ৫৩৩টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসবে। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ লাখ ৫৪ হাজার ১১৪ ছাত্র ও ৫ লাখ ৬৪ হাজার ৫১৪ ছাত্রী। বিদেশের ৭টি কেন্দ্রে ২৬২ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। এসএসসির মতো এইচএসসিতেও এবার প্রথমে বহুনির্বাচনী ও পরে সৃজনশীল/রচনামূলক (তত্ত্বীয়) অংশের পরীক্ষা হবে। এ দুই পরীক্ষার মাঝে [illegible] মিনিট বিরতি রাখা হয়েছে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই– এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীরা শ্রুতিলেখকের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন। তারা ২০ মিনিট বাড়তি সময় পাবেন।

সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে গতকাল শিক্ষামন্ত্রী এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, প্রশ্নফাঁস রোধে পুলিশ ছাড়াও গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি আছে। শিক্ষকরা যদি শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের অবৈধ সহযোগিতা করেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশ্নফাঁস নিয়ে গুজব বা বিভ্রান্তি ছড়ালে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিত্ব।